দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ ... 17 FEB 2008 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

প্রতিষ্ঠানের পরিধি নয় শিক্ষার মান বাড়ানোর পরামর্শ

মতিঝিল আইডিয়াল স্কুলে শিক্ষা উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : মানসম্মত শিক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাংলাদেশের জন্য এখন সবচে' গুরুত্বপূর্ণ। নৈতিক শিক্ষাদানকেও অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে নিতে হবে। গতকাল (শনিবার) মতিঝিল আইডিয়াল স্কুল এন্ড কলেজের ৪২তম বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান ২০০৮-এ প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিক্ষা ও বাণিজ্য উপদেষ্টা ড. হোসেন জিল্লুর রহমান একথা বলেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন কলেজের প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগম। সৈয়দ লোকমান আহমেদ ও প্রফেসর ড. আজফার আহমেদ গভর্নিং বডির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন। সভাপতিত্ব করেন স্কুলের গভর্নিং বডির সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টার কার্যালয়ের সচিব কাজী মোঃ আমিনুল ইসলাম। প্রতি বছরের ন্যায় এ বছরও সাংবাৎসরিক কার্যক্রমে ছাত্রদের মেধা বিকাশে ও উৎকর্ষ সাধনে বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসব ২০০৮-এ ১৫৮টি বিষয়ে মোট ৫৬৩ ছাত্রকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। এর মধ্যে ছিল মেধাবৃত্তি, সাধারণ বৃত্তি, সর্বোচ্চ নম্বর, সর্বোচ্চ উপস্থিতি, উত্তম হস্তাক্ষর, কবিতা আবৃত্তি, ছবি অংকন, নির্ধারিত বক্তৃতা, দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্র সংগীত, নজরুল গীতি, ছড়াগান। দিবা শাখার ৪র্থ থেকে দশম শ্রেণীর বিজয়ী ৫৬৩ জন ছাত্রকেই গতকাল পুরস্কৃত করা হয়। প্রধান অতিথি বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। আজ (রোববার) দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রী এবং প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের পুরস্কৃত করা হবে।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্য দানকালে আরো বলেন, ভাল স্কুল তৈরী করা সহজ কাজ নয়। এটি একটি বড় চ্যালেঞ্জ, সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব। এ ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়তে সার্বিক চিন্তা, প্রাতিষ্ঠানিক সদিচ্ছা ও স্বচ্ছতা রাখা প্রয়োজন। তিনি বলেন, ভাল স্কুল তৈরি করতে হলে ভাল পরিবেশ প্রয়োজন এবং দেশে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিধি বাড়ানোর পাশাপাশি শিক্ষার মানও ধরে রাখতে হবে। এই পরিধি বাড়াতে হলে শিক্ষার মান ধরে রাখা আরো বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে পড়ে। তাই পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে মান ধরে রাখার বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। সেদিকে শিক্ষক, অভিভাবক ও প্রতিষ্ঠান সংশ্লিষ্ট সকলকেই সজাগ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান।

স্বাগত বক্তব্যে প্রিন্সিপাল শাহান আরা বেগম বলেন, আমরা স্কুল-কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার পাশাপাশি বিভিন্ন এক্সট্রা কারিকুলাম যেমন টিভি বিতর্ক, সুন্দর হাতের লেখা, আবৃত্তি ও ভাল ফলাফলের জন্য শিক্ষার্থীদের তৈরি করে থাকি। তিনি আরো বলেন, ধর্মীয় অনুভূতিহীন মানুষ প্রাণীমাত্র এ প্রতিষ্ঠানে এ বিষয়গুলোও শিক্ষা দেয়া হয়। সভাপতি তার বক্তব্যে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উন্নত মানের কম্পিউটার ল্যাব ও লাইব্রেরি গড়ে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের জন্য কাউন্সিলর নিয়োগের পরামর্শ দেন। সেই সঙ্গে শারীরিক স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য ডাক্তার নিয়োগের কথা বলেন।

ইনকিলাব : গতকাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী উৎসবে শিক্ষার্থীদের সাথে উপদেষ্টা জিল্লুর রহমান